**Rajshahi University journal of arts & law Vol. 50 (2022) pp. 31-44**
**ISSN 2309-0898**

# ইসলামী সাহিত্যের বিকাশে রাবিতাহ আল-আদাব আল-ইসলামী আল-'আলামিয়্যাহ-এর ভূমিকা

# [The role of the Rabita Al-Adab Al-Islami Al-Alamiyah in the development of Islamic literature]

**মো. মনিরুজ্জামান***

**Abstract**

Islamic literature is literature written by Muslim people, influenced by an Islamic cultural perspective, or literature that portrays Islam. It can be written in any language and portray any country or region. It includes many literary forms including *adabs*, a non-fiction form of Islamic advice literature, and various fictional literary genres. Islamic literature deals with the features of all aspects of Islam. It is not confined in person, group or nation as well as place or time, but represents a clear appeal for the whole humanity forever. The paper aims at studying the definition of Islamic literature and then sheds light on identifying the nature and scope of this literature.Islamic literature has an important role in propagation of Islamic doctrine. It goes to build a strong and incomparable horizon equipped with various colors of Islamic ideology, education, ethics and history along with traditional background. All of this prompted some Islamic writers to build 'Rabitatul Adab Al Islami Al Aalamiah- the World Islamic Literature Association'. It is committed to promote Islamic literature and the spread of forged literature in the Arab and Islamic worlds.

***Keywords:*** *Definition of Islamic Literature, its importance and Features, Background of Al Rabita, Conclusion.*

## ১. ভূমিকা

প্রচলিত সাধারণ সাহিত্যের বিকল্প হিসেবে ইসলামী সাহিত্যভাবনার সৃষ্টি। সাধারণ ধারার সাহিত্যে নৈতিকতা, সামাজিকতা, জীবনবোধ, রুচির বহিঃপ্রকাশ যেমন রয়েছে তদ্রূপ তাতে অনৈতিকতার সবকও রয়েছে। মুসলিম তরুণদের মস্তিষ্ক ও মননের খোরাক জোগাতে বিকল্প সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাদের কথা চিন্তা করে 'রাবিতাহ আল-আদাব আল-ইসলামী আল-'আলামিয়্যাহ' তথা 'আন্তর্জাতিক ইসলামী সাহিত্য সংস্থা' গড়ে ওঠে। বিশ্বব্যাপী ইসলামী চিন্তাবিদ, কবি-সাহিত্যিক ও গবেষকগণ ইসলাম বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। এসব গ্রন্থের লেখকেরা স্ব-স্ব ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করেন। কারো কারো সাহিত্য একবার প্রকাশের পর আর প্রকাশিত হচ্ছে না, আবার কারো কারো সাহিত্য বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। রাবিতাতুল আদাব আল ইসলামী এসব সাহিত্যকে সংকলন করে প্রকাশ করে যাচ্ছে। এ প্রবন্ধে আল আদাবুল ইসলামী বা ইসলামী সাহিত্যের পরিচয়, পরিধি, বৈশিষ্ট্য, প্রয়োজনীয়তা এবং রাবিতা গঠনের প্রেক্ষাপট, সংস্থাটির নিয়মাবলি ও লক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

## ২. আল-আদাবুল ইসলামী পরিচিতি

আল-আদাবুল ইসলামী অর্থ ইসলামী সাহিত্য। যেহেতু এ সাহিত্যের সাথে ইসলাম যুক্ত হয়েছে কাজেই এ সাহিত্যের পরিচয় সাধারণ সাহিত্য থেকে আলাদা। সাহিত্যে যে সকল উপাদান অনস্বীকার্য যেমন- সুষম শব্দের ব্যবহার, বাক্যের সুনিপুণ গাঁথুনি, উপমা-উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার, আবেগ, সাহিত্যরুচি,

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ৬২০৫; E-mail: dr.md.manirozzaman@gmail.com

কল্পনা, সৃজনশীলতা ইত্যাকার সবকিছুই ইসলামী সাহিত্যে বর্তমান থাকা আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে শিল্পগত গুণের ন্যূনতম ঘাটতিও অনুমোদিত নয়। পার্থক্য শুধু একটি জায়গায়, তাহলো ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে ইসলামী সাহিত্য রচিত হবে। মহান আল্লাহর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে এবং চিন্তা-চেতনায় ধর্মীয় অনুভূতির প্রভাব জাগরুক থাকবে। কল্পনার ফানুস যেথায় ইচ্ছে উড়ে যাবে তাতে বাধা নেই, ভাবনার রাজ্য যতটা ইচ্ছে সম্প্রসারিত হবে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। আবেগ-উচ্ছ্বাস যত গভীরের হোক তাতে আপত্তি নেই। আপত্তি একটি জায়গায় তাহলো বান্দার কলম যেন মনীবের বিরুদ্ধে না লেখে। মনজগতে আল্লাহর অবস্থানের বাহিরে শয়তানের পদচারণা যেন না ঘটে। এ জন্য ইসলামী স্কলারগণ ইসলামী সাহিত্যের ভিন্ন পরিচয় উপস্থাপন করেছেন।

আল-আদাব আল-ইসলামীর আরবী রূপ- الأدب الإسلامي এ শব্দটি দুটি শব্দের যৌগিক রূপ। الأدب ও الإسلامي প্রথমটির অর্থ সাহিত্য। শব্দটির প্রকৃত অর্থ আহ্বান করা। কাজে যে পাকানো খাবারে যোগদানের জন্য নিমন্ত্রণ জানানো হয় তাকে مأدبة ومدعاة (দস্তরখান) বলা হয়। সাহিত্যিককে আরবীতে أديب বলা হয়। যার অর্থ আহ্বায়ক। বর্তমানে সাহিত্য বোঝাতে أدب শব্দটি ব্যবহার করা হলেও, আগে একজন জ্ঞানী লোককে সংস্কৃত ও পরিশুদ্ধ ব্যক্তি হিসেবে সমাজে উৎরাতে হলে যা যা জানা লাগতো তাকে আদাব বলা হতো। আদাব বলতে একজন ভদ্রলোকের নৈতিকতা ও মূল্যবোধকে বুঝায়। তাই ইসলামে আদাব বলতে উল্লিখিত আদাবকেও বুঝানো হতে পারে।[১]ইব্ন মানযূর বলেন-

الأدب الذي يتأدب به الأديب من الناس، سمي أدبا لأنه يأدب الناس إلى المحامد وينهاهم عن المقابح، وأصل الأدب الدعاء.

'সাহিত্যিক মানুষকে উত্তম চরিত্র ও প্রশংসনীয় কাজের প্রতি আহ্বান করে এবং নিকৃষ্ট ও মন্দ কাজে বারণ করে। আর উত্তম আচরণ হলো নিমন্ত্রণ জানানো।'[২] সুতরাং বলা যায় যে, সাহিত্য বিভিন্ন সৃজনশীলতার মাধ্যমে প্রশংসনীয় চরিত্র গঠনের প্রতি আহবান করে এবং মন্দ স্বভাব থেকে বিরত রাখে।[৩] الإسلامي-এর الياء হরফটি নিসবাত বা সম্পর্ক বুঝাতে হয়। الإسلام শব্দটি বাবে إفعال-এর মাসদার, যার শাব্দিক অর্থ আনুগত্য প্রদর্শন করা ও নিরাপত্তা বিধান করা।[৪] الأدب-এর পরিচয় সম্পর্কে সাইয়েদ কুতুব বলেন,

التعبير عن تجربة شعوريَّة في صورة موحية. 'উপলব্ধিজাত অভিজ্ঞতাকে প্রাণবন্তরূপে উপস্থাপন করা।'[৫]

ইবন খালদূন (মৃ. ৮০৮ হি.) বলেন-

فكر الأمة الموروث الذي يعبر عنه الشاعر أو الكاتب بلغة ذات مستوى رفيع ينقل بشفافية موروث الأمة الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والفكري والحضاري الخ....

'সাহিত্য হলো জাতির ঐতিহ্যগত চিন্তাধারা, যা কবি বা লেখক সমৃদ্ধ, উন্নত ও বিশুদ্ধ ভাষায় প্রকাশ করে থাকেন এবং জাতির সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সঞ্চারিত করেন।[৬] ইব্ন খালদূন আরো বলেন,

الأدب هو حفظ أشعار العرب وأخبارهم والأخذ من كل علم بطرف .

'সাহিত্য হচ্ছে আরবদের কবিতা ও ইতিহাসের সংরক্ষণ এবং প্রতিটি বিদ্যা হতে অংশ বিশেষ গ্রহণ।'[৭] অক্সফোর্ড অভিধানে বলা হয়েছে- One pieces of writing that are valued as works of art, especially novels, plays and poems'অর্থাৎ, যে লেখা কলা, বিশেষত উপন্যাস, নাটক এবং কবিতার মত বিষয় দ্বারা মূল্যমান হয়েছে তাকে সাহিত্য বলে।'[৮]

J. H. Newman বলেন-writings having excellence of form or expression and expressing ideas of permanent or universal interest literature stands related to man as science stands to nature. 'চমৎকারভাবে স্থায়ী বা সার্বজনীন স্বার্থ সম্পর্কিত ভাবনা প্রকাশ, করে লেখাকে সাহিত্য বলে। সাহিত্য মানুষের সাথে সম্পর্কিত যেমন বিজ্ঞান প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত।[৯]মুনীর বা'লাবাক্কীর ভাষায় সাহিত্য হলো,

الأدب هو مجموع الآثار النثرية و الشعرية المتميزة بجمال الشكل أو الصياغة ، المعبرة عن فكرات ذات قيمة باقية-

'অর্থাৎ সুন্দর কাঠামো ও গঠনে ব্যক্ত চিরন্তন মূল্যবোধের অধিকারী চিন্তা ধারার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত গদ্য ও কাব্য সমষ্টিই হচ্ছে সাহিত্যকর্ম।' الأدب الإسلامي[১০]তথা 'ইসলামি সাহিত্য' পরিভাষাটির মর্ম সম্পর্কে আব্দুর রহমান রা'ফাত পাশা বলেন,

هو التعبير الفني الهادف عن واقع الحياة والكون والإنسان على وجدان الأديب تعبيرا ينبع من التصور الإسلامي للخالق عز وجل ومخلوقاته ولا يجافي القيم الإسلامية.

'সাহিত্যিক ভাবাবেগসহ জীবন, জগত ও মানুষের বাস্তবতাকে শৈল্পিক পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা, যার উৎস হবে আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কিত ইসলামী চিন্তাধারা যা ইসলামী মূল্যবোধ বিরোধী নয়।'[১১] সাইয়েদ কুতুব শহীদ বলেন,

هو التعبير النَّاشئ عن امْتِلاء النفس البشرية بالمشاعر الإسلامية.

'ইসলামী চিন্তাচেতনাপূর্ণ মানব হৃদয় থেকে নিঃসৃত বর্ণনাকে ইসলামী সাহিত্য বলে।'[১২] ডাক্তার নাজীব কীলানী বলেন-

إن الأدب الإسلامي تعبير فني جميل مؤثر نابع من ذات مؤمنة مترجم عن الحياة والإنسان والكون وفق الأسس العقائدية للمسلم ، وباعث للمتعة والمنفعة ، ومحرك للوجدان والفكر ، ومحفز لاتخاذ مو قف، والقيام بنشاط.

'শৈল্পিক, নান্দনিক, হৃদয়গ্রাহী, বিশ্বাসী সত্ত্বা হতে উৎসারিত, ইসলামি আক্বিদা-বিশ্বাসের মৌলনীতি অনুযায়ী জীবন, মানব ও জগতের রূপায়ক, আনন্দ ও কল্যাণের প্রেরণাদায়ক, ভাবাবেগ ও চিন্তার উদ্ভাবক এবং নীতি গ্রহণে ও কর্ম সম্পাদনে প্রেরণা সৃষ্টিকারী সুন্দর রচনাই হচ্ছে ইসলামি সাহিত্য।[১৩]

### ৩. ইসলামী সাহিত্যের ক্ষেত্র ও বিষয়

ইসলামী সাহিত্য সাধারণ সাহিত্যের মত তিনটি ক্ষেত্রে কাজ করতে পারে। ১. الكون। (জগত), ২. الإنسان(মানুষ), ৩. الحياة (জীবন)। সকল মত ও পথের সাহিত্য এ তিনটি বিষয়কে ঘিরে আবর্তিত। জগতে প্রকৃতি যে লীলা-খেলা বিরাজমান তাকে আবেগের বেড়িতে আবদ্ধ করে চমৎকার সাহিত্য সৃষ্টি করা যায়।[১৪] আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

'নিশ্চয় আসমান যমীনের সৃষ্টিতে, দিবা-রাত্রির পরিবর্তনে, সমুদ্রে চলমান তরীতে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহ যেন আসমান থেকে পানি বর্ষণ করে তা দ্বারা অনুর্বর ভূমিকে উর্বর করেন এবং যমীনে সকল প্রকারের প্রাণি ছড়িয়ে দেন এবং আসমান ও যমীনের মাঝে বাতাসের প্রবাহ ও নিয়ন্ত্রিত মেঘমালার মাঝে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।'[১৫]

দ্বিতীয় ক্ষেত্র মানুষ। মানুষের জীবনে ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিভিন্ন অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। মানুষের আছে মন, আছে বিবেক। পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র প্রাণি যার আছে আবেগ-অনুভূতি, হাসি-কান্না, দুঃখ-বেদনা। মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে রচিত হয় জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। মানুষের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনকে ঘিরে ইসলামী সাহিত্যে গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক ইত্যাদি রচিত হতে পারে।[১৬] তৃতীয় ক্ষেত্রটি হলো, জীবন। জীবন আছে বলে আমরা আছি। জীবন মানুষের ও সকল সৃষ্টির প্রধান অবলম্বন। জীবনকে ঘিরে কতইনা ঘটনা ঘটে। জীবনের তরে মানুষ কিনা করে। এ জীবনকে উপজীব্য করে সৃষ্টি হয়েছে অগণিত সাহিত্য। ইসলামী সাহিত্য মানুষ, জগত ও জীবনকে ঘিরে রচিত হলে আরো চমৎকার হয়ে থাকে।[১৭]

ইসলামী সাহিত্য সাধারণ সাহিত্যের মত ডানা মেলে উড়তে পারে, প্রজাপতির মত সুন্দর পোশাক পরিধান করে বেড়াতে পারে। অশ্লীলতা, নাস্তিকতা, যৌনতা ও বেলাল্লাপনার বাহক না হয়ে সত্য ও সুন্দরের পুঁজারী হতে কোন দোষ নেই। কাজেই কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস ও নাটক, জীবনী সাহিত্যের মত বিষয় ইসলামী সাহিত্যের বিচরণ ক্ষেত্র ও বিষয় হতে নেই কোন বারণ। এছাড়া জীবন গঠনমূলক সাহিত্য, ধর্মীয় বিষয়াদি, চারিত্রিক শিক্ষা, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি বিষয় যে কোন বিষয় সাহিত্যের বিষয় হতে পারে।[১৮]

### ৪. যুগে যুগে ইসলামী সাহিত্য

ইসলামী সাহিত্যে দুটি ধারা বহমান। এক. প্রাচীন ইসলামী সাহিত্য, দুই. আধুনিক ইসলামী সাহিত্য। এদুটি ধারাকে চার যুগে বিভক্ত করা হয়। যেমন, ১.রাশিদীন এবং উমাইয়া যুগ (৬২২-৭৫০ খ্রিস্টাব্দ/১-১৩২ হিজরি)। ২. আব্বাসীয়যুগ (৭৫০-১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ/ ১৩২-৬৫৬ হিজরি) ৩.তুর্কি যুগ (১২৫৮-১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দ/৬৫৬-১২১৩ হিজরি)। ৪.নবজাগরণের সময়কাল, বিশেষত আঠারো শতকের শেষ থেকে আজ অবধিচলমান।[১৯]

প্রাচীন ইসলামী সাহিত্যের বিষয়বস্তু ইসলামী চিন্তা-চেতনাকে ঘিরে আবর্তিত। যেমন এ সাহিত্যে ইসলামী বিধিবিধান ও মূল্যবোধের বর্ণনা, ইসলামী পরিভাষার প্রাধান্য ও ইসলামের বিজয়গাথা স্থান পেয়েছে।[২০] প্রাচীন কবি-সাহিত্যিকদের সকল সৃষ্টি ইসলামী সাহিত্য ছিল না। যেমন আবূ নুওয়াসের মদ ও পুরুষ বিষয়ক কবিতা ইসলামী আদর্শের বিপরীত হওয়ায় তা ইসলামী সাহিত্যভুক্ত হওয়র সুযোগ নেই। কিন্তু যুগবন্টনের বিবেচনায় তা ইসলামী সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। প্রাচীন ইসলামী কবিদের মাঝে অন্যতম হলেন হাসসান বিন ছাবিত রা., আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা রা. ও কা'ব বিন যুহাইর রা.।

আধুনিক ইসলামী সাহিত্যের সূচনা হয় মাহমুদ সামী আল বারূদী (১৮৩৯-১৯০৪) এর হাতে। অতঃপর আহমদ শাওকী (১৮৬৮-১৯৭২), আহমদ মুহাররাম (১৮৭৭-১৯৪৭) ইসলামী ভাবধারার কবিতা রচনা করেন। ইসলামী গদ্য সাহিত্যের অন্যতম প্রবক্তা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (১৯১৩-১৯৯৯)। তিনি দামেস্ক ভিত্তিক আল মাজমাউল ইলমি আল আরাবীর সদস্য মনোনীত হওয়ার পর ইসলামী সাহিত্য বিষয়ক একটি প্রবন্ধ রচনা করে সুধী মহলে সাড়া ফেলেন। অতঃপর সাইয়েদ কুতুব শহীদ (১৯০৬-১৯৬৬) ইসলামী সাহিত্য বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেন এবং স্বতন্ত্র ইসলামী সাহিত্য রচনার প্রতি আহ্বান জানান। পরবর্তীতে তার অনুজ মুহাম্মাদ কুতুব (১৯১৯-২০১৪) ১৯৬১ সালে "মানহাজুল ফান্নিল ইসলামী" নামক গ্রন্থ রচনা করে রীতিমত সাড়া ফেলেন। তাঁর এ গ্রন্থটি ইসলামী সাহিত্যের উপর রচিত সর্বপ্রথম গ্রন্থ। তাঁর পদাঙ্কানুসরণে প্রখ্যাত সাহিত্যিক ডা. নাজীব কীলানী (১৯৩১-১৯৯৫) ১৯৬৩ সালে "আল ইসলাম ওয়াল মাযাহিবিল ইসলামিয়্যাহ" নামক অপর একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাদের অনুসরণে

ড. ইমাদুদ্দীন খলীল (জ. ১৯৪১) ১৯৭৪ সালে "ফিন নাকদিল ইসলামী আল মু'আসির" নামক একটি গ্রন্থ উপহার দেন।[২১] অতঃপর বহু লেখক ইসলামী সাহিত্য বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেন। ইমাম মুহাম্মদ বিন সাউদবিশ্ববিদ্যালয় এসকল রচনাবলির চাহিদা ও প্রস্তাবনার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে এবং আরবী ভাষা অনুষদের সিলেবাসভুক্ত করে নেন, যা বালাগাত ও নাকদ বিভাগের মৌলিক কোর্সের মর্যাদা লাভ করে।

আধুনিক ইসলামী সাহিত্যের উন্নয়নে দেশে দেশে বিভিন্ন মনীষীদের রচনাবলি ব্যাপক ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। এ বিষয়ে আরব বিশ্বের অন্যতম কতিপয় লেখক হলেন, আব্দুর রহমান রা'ফাত পাশা (১৯২০-১৯৮৬), ড. মুহাম্মদ হাদারাহ (১৯৩০-১৯৯৭), ড. আব্দুল বাসিত বদর (১৯৪৪-২০২০), ড. আব্দুল কুদ্দুস আবূ সালেহ (জ. ১৯৩২), ড. সাবির আব্দুদ দায়েম (জ. ১৯৪৮), ড. সা'দ আবূ রেজা (১৯৩৮-১৯২০), ড. আব্দুল মুনইম ইউনুছও ড. ওলীদ কাসসাব (১৯৪৯-)।[২২] মুস্তফা সাদিক রাফেঈ (১৮৮০-১৯৩৭), শাকিব আরসালান (১৮৬৯-১৯৪৬), আহমদ হাসান যায়্যাত (১৮৮৫-১৯৬৮), আব্বাস আল আক্কাদ (১৮৮৯-১৯৬৪), মাহমুদ শাকির (১৯৩২-২০১৪) প্রবন্ধ রচনায় অবদান রাখেন। আলী তানতাভী (১৯০৯-১৯৯৯) আল আদাবুল ইসলামির উপর তার জার্নালের বিশেষ সংখ্যা (৩৪-৩৫ সংখ্যা, ২০০২) প্রকাশ করেন। ছোটগল্প, নাটক ও উপন্যাসে আলী আহমদ বাকাসীর (১৯১০-১৯৬৯), আব্দুল হামিদ জাওদাহ (১৯১৩-), নাজীব কীলানী (১৯৩১-১৯৭৫) ও ইমাদুদ্দীন খলীল অবদান রাখেন।

**৫. ইসলামী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য**

ইসলাম প্রচারের সূচনালগ্ন থেকে একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রতিটি যুগেই ইসলামের মূলনীতি তথা তাওহীদ, সালাত, যাকাত, হজ্জ, সাওমসহ ইসলামি ভাবধারা ও আদর্শে মানুষকে অনুপ্রাণিত করার জন্য এবং ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য কবি-সাহিত্যিকগণ অসংখ্য ইসলামি কবিতা ও সাহিত্য রচনা করেছেন। বলা বাহুল্য, আরবি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা যথা ছোট গল্প, গল্প, উপন্যাস, নাটক, কথিকা, প্রবন্ধ ও কবিতা রচনার মাধ্যমে অসংখ্য কবি সাহিত্যিক ইসলামি সাহিত্য রচনা করেছেন। এর মাধ্যমে তারা আরবি সাহিত্যের ভাণ্ডারকে উন্নত, শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁরা এর বিষয়বস্তু কুরআন, হাদিস, ইসলামের ইতিহাস, সীরাহ নাবাভিয়্যাহ, ইসলামি মূল্যবোধ ও আচার-আচরণ ও রীতিনীতি থেকে সংগ্রহ করেছেন। ইসলামি সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নরূপ–

এক এটি সম্পূর্ণরূপে ইসলামী আকীদা ভিত্তিক সাহিত্য। সুতরাং এ সাহিত্যে الإلتزام بالعقيدة والمبادئ الإسلامية- ইসলামী আকীদা ও নীতিমালা সংরক্ষণের সংকল্প থাকা অপরিহার্য।

দুই ইসলামী আকীদা লালনকারী মুমিনের সৃষ্টি হলো, ইসলামী সাহিত্য।

তিন কুরআন ও সুন্নাহ থেকে উদ্ভূত ইমানী চিন্তা-চেতনার আলোকে জগত, জীবন ও মানুষকে নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি।

চার এ সাহিত্যের ভিত্তিমূলক ভাষা হলো, আরবী। যেহেতু কুরআন ও সুন্নাহ আরবী ভাষায় লিখিত, কাজেই ইসলামের সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানে ভিত্তি আরবী ভাষা।

পাঁচ এটি জ্ঞান ও সত্যাশ্রিত সাহিত্য। এখানে ধারণা, কল্পকাহিনী ও কুসংস্কারের স্থান নেই।

ছয় আল্লাহ প্রদর্শিত পন্থায় বাস্তবতা ভিত্তিক সাহিত্য।

সাত মানবিক সাহিত্য। এটির উৎস মানুষের প্রকৃতি ও স্বভাব।

আট আন্তর্জাতিক সাহিত্য, যা বিশ্বমানব ও তাদের শক্তিমত্তার বর্ণনা দেয়।

নয় মর্যাদা ও সম্মানের আধার। কোনরূপ লাঞ্চনা, গঞ্জনা, শঠতা ও পদস্খলন তাতে নেই।

দশ মৌলিক সাহিত্য, যা উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করবে।

এগার এ সাহিত্য ইসলামের অন্যতম হাতিয়ার ও শক্তি। এটি উত্তম চরিত্র গঠনে ভূমিকা রাখে এবং নোংরামির মূলোৎপাটন করে।

বার এ সাহিত্যে উপদেশ, পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা থাকে। তবে সর্বক্ষেত্রে শৈল্পিক মানদণ্ড ও ইসলামী ভাবধারা গুরুত্ব পেয়ে থাকে।[২৩]

তের ইসলামি সাহিত্যে অনর্থক কথা, অশ্লীল বক্তব্য, মিথ্যা অভিযোগ, অপবাদমূলক বক্তব্য উপস্থাপন পরিহার করা হয়। আর প্রয়োজনীয় শালীন, গঠনমূলক, বাস্তবসম্মত সত্য তথ্য ও বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়।

চৌদ্দ সাহিত্যের সাথে হাসি-তামাশা, ঠাট্টা-বিদ্রুপের সম্পর্ক নেই; আর তা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না।[২৪]

পনের সাহিত্যের প্রথম প্রকাশ ঐশী ধর্মগ্রন্থসমূহের মাধ্যমে হওয়ার কারণে সাহিত্যের নীতি ও আদর্শগত পবিত্রতা রক্ষা করে কবি-সাহিত্যিকদের সাহিত্যচর্চা করা উচিত।

ষোল সাহিত্যের কোনো বিশেষ ভাষা-পরিভাষা, অঞ্চল, ভৌগোলিক সীমারেখা, দেশ বা জাতীয়তা নেই। সাহিত্য যেকোনো দেশের যে ভাষায়ই যে আকৃতিতেই হোক না কেন তা সাহিত্য। ইসলামি সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কথা এমনভাবে উপস্থাপন করা যাতে শ্রোতা স্বাদ পায় ও হৃদয় ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

সতের পাশ্চাত্যের লেখক ও চিন্তাবিদদের থেকে আগত ইসলামি চিন্তা-চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক সাহিত্য-চিন্তাকে পরিবর্তন করে ইসলামি চিন্তা-চেতনা, ধ্যানধারণা, কথাবার্তা ও সাহিত্যের বিষয়গুলো ইসলামের আলোকে রূপান্তরিত করে আদর্শবাদী সুশীল সমাজ বিনির্মাণের প্রেরণাদায়ক উপাদান হিসেবে উপস্থাপন করা।

আঠার আল-কুরআনসহ প্রধান ঐশী গ্রন্থাবলির গুরুত্ব, নবি-রাসূল বিশেষ করে বিশ্বনবি মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণের প্রশংসা ও আলোচনাসহ ইসলামি চিন্তা চেতনার আলোকে বিভিন্ন রচনা উপস্থাপন করা।

ঊনিশ মানব জাতির সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইসলামি জীবন ব্যবস্থা ও কর্মকাণ্ডের দিকনির্দেশনাসহ ইসলামি রীতিনীতি, ইসলামি ভ্রাতৃত্ববোধ, পারস্পরিক সালাম বিনিময় ও কৌশলাদি আদান-প্রদানের বিষয়গুলো সাহিত্যে উপস্থাপন করা।

বিশ নিছক বিনোদন, প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ, সমাজে অরাজকতা, নাশকতা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে লিখিত সাহিত্য ইসলামি সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত নয়; বরং ইসলামি সাহিত্য সুস্থ বিনোদন, বিবেকের উৎকর্ষসাধন, মানসগঠন ও সমাজ বিনির্মাণের মুখ্য নিয়ামক হিসেবে প্রয়োজনীয় উপাদানে সমৃদ্ধ হয়।[২৫]

একুশ এ সাহিত্য সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঘিরে আবর্তিত। সাহিত্যকে ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করা যাবে না। সুতরাং যারা বলে الفن للفن -শিল্পের জন্য শিল্প, তাদের কথা গ্রহযোগ্য নয়।

বাইশ এ ইসলামী সাহিত্যের এক প্রকার কমিটমেন্ট রয়েছে। তাহলো এটি ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে সৃজিত হবে। এখানে দায়বদ্ধতা ও নেতৃত্বের বিষয় রয়েছে। সাহিত্যিক আল্লাহর নিকট তার সৃষ্টির জন্য জবাবদিহিতার মুখোমুখি হবেন। আর এ সাহিত্য গণমানুষের কল্যাণে রচিত হওয়ার কথা রয়েছে। তবেই তা সমাজকে সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারবে।

তেইশ ইসলামী সাহিত্য الأدب المتكامل তথা পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য। ভাষা ও ভাবের পূর্ণ যোগান না থাকলে কোন সাহিত্যই পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য বলে বিবেচিত হয় না।

**৬. ইসলামী সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা**

বর্তমান বিশ্বে দুটি সামাজিক ধারা প্রবাহমান। একটি সমাজতান্ত্রিকধারা, যা আগে রাশিয়া এবং বর্তমানে চীন অনুসরণ করছে। অপরটি পুঁজিবাদী ধারা যা আমেরিকা ও পাশ্চাত্য জগত অনুসরণ করছে। এছাড়া দুনিয়াব্যাপী কতিপয় মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক ধারা কর্তৃত্ব করছে, যার অধিকাংশ মুক্ত বাকস্বাধীনতার কারণে সমাজতান্ত্রিক বলয়ের বাহিরের বিশ্ব নিয়ন্ত্রণে। এসকল ধারার মাঝে প্রসিদ্ধ হলো- অস্তিত্ববাদ, প্রকৃতিবাদ, বাস্তবতাবাদ, শিল্প বিষয়ক মতবাদ ও সিম্বলিজম। এসকল মতবাদের প্রবক্তাগণ স্ব স্ব মতবাদের জন্য নীতিমালা ও উদ্দেশ্য স্থির করেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সমর্থকগোষ্ঠী তৈরি করেন। তারা নিজেদেরকে মানুষ গড়ার কারিগর মনে করে থাকে। ইউরোপীয় রেনেঁসার যুগে ক্ল্যাসিক ও রোমান্টিক দুটি দ্বারা ইউরোপীয় সাহিত্যে প্রবল রূপ ধারণ করে। পাশাপাশি সাহিত্যে নন্দনতত্ত্ব অপরিহার্য অংশ হয়ে দাঁড়ায়। ইসলামী সাহিত্যে ইসলামী বীরদের গল্পগাঁথা, সোনালি ইতিহাসের ঘটনা পুঞ্জির বর্ণনা পাওয়া যায়। যা ক্ল্যাসিক সাহিত্যের আওতায় পড়ে। অন্য দিকে মুমিন অন্তরের গভীর আবেগ, স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসাও সাহিত্যে বিধৃত। এ প্রকারের সাহিত্য রোমান্টিক ধারায় প্রবাহিত। ড. মুহাম্মদ সালেহ শান্তী বলেন, আমি ইসলামী সাহিত্যকে ক্ল্যাসিক, রোমান্টিক ও বাস্তবতাবাদের সাহিত্যের মোড়কে আবৃত করতে বিশ্বাসী নই। বরং আমি মনে করি, ইসলামী সাহিত্য স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এ সাহিত্য ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সম্পর্কিত। ইসলাম সুন্দর ও নান্দনিকতাকে সমর্থন করে, যদি তাতে অশ্লীলতা না থাকে।[২৬] উল্লিখিত প্রবক্তাগণ তাদের আদর্শ ও চিন্তাভাবনা ছড়িয়ে দিতে সাহিত্যকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। বস্তুতঃ মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে কথার যাদুকরি শক্তি এবং সাহিত্যাস্ত্রের মত কার্যকর ও সফল অস্ত্রের জুড়ি মেলা ভার। ভাষা-সাহিত্য আমাদের আচরণ ও আবেগকে নিয়ন্ত্রণে সুদূর প্রসারী ভূমিকা পালন করে থাকে।

ইসলামে অস্ত্রের ব্যবহার করার আগে মুখের ভাষা ব্যবহারের নির্দেশনা রয়েছে। রাসূল (সা) ও সাহাবীগণ তাঁদের কোমল ভাষাস্ত্র ব্যবহার করে পাষণ্ড অন্তরগুলোকে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় সমবেত করেন। কঠোর প্রকৃতির বহু আরব আল-কুরআন শ্রবণ করে ইসলাম কবুল করেন। ওমর রা. রাসূল (সা)-এর দাওয়াত গ্রহণ করায় বোন ও ভগ্নিপতিকে রক্তাক্ত করেন। পরক্ষণে তিনি তাঁদের মুখনিঃসৃত তিলাওয়াত শুনে মুগ্ধ হন; তার অন্তরে বয়ে যায় প্রশান্তির ফোয়ারা। দৌড়ে গিয়ে হাজির হন রাসুলের দরবারে; ধন্য হন ইসলামের অমিয় সুধা পানে।

পাশ্চাত্যের সাহিত্যমতবাদসমূহ অবাধ স্বাধীন চিন্তাচেতনা লালনের ফলে সমাজে অবাধ স্বাধীনতার আওয়াজ ছড়িয়ে দেয়। কখন যে স্বাধীনতার চর্চা করতে গিয়ে অপরের স্বাধীনতা হরণ করছে সে দিকে মোটেওদৃষ্টি রাখেনি। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সুযোগে অন্যায়ভাবে অপরের সম্পদ কুক্ষিগত ও হস্তগত করতে দ্বিধা করেনি। যার কারণে সমাজে শান্তির পরিবর্তে অশান্তি বিরাজ করছে। মানুষ, জগত ও জীবন নিয়ে মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস রেখে ইমানদীপ্ত সাহিত্য সাধনা মানবসভ্যতা রক্ষার তাগিদে অপরিহার্য। আজ বিশ্ব মুসলিমের এমন সাহিত্যাস্ত্র থাকা খুবই প্রয়োজন। মানবতা ও সমাজ-বিনাশী সাহিত্যধারার বিকল্প হিসেবে ইসলামী ভাবধারা ও চিন্তাচেতনাযুক্ত সাহিত্যধারার পথ রচনা করা আবশ্যক। শুধুমাত্র ইসলামী জ্ঞান-গবেষণা দ্বারা তরুণ আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয় জয় করা অসম্ভব। মানুষের মনে সাহিত্যের মত আর কোন উপাদান এতটা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম নয়। কাজেই ইসলামের সুমহান শিক্ষা শিক্ষিত সমাজে ছড়িয়ে দিতে সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ বাঞ্চনীয়। ইসলামের প্রথম যুগে শত্রুর বিরুদ্ধে কবিতা ও বক্তৃতা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। রাসূল (সা) হাসসান রা. কে কবিতার মাধ্যমে শত্রুকে ঘায়েল করার নির্দেশ দেন। হাসসান ইব্ন ছাবিত (রা.)-এর জন্য রাসূল (সা)

মসজিদে নববীতে একটি মিম্বার স্থাপন করেছিলেন। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে রাসূল (সা)-এর পক্ষ থেকে কাফিরদের নিন্দাসূচক কবিতার উত্তর দিতেন। রাসূল (সা) তাঁর কবিতা শুনে বলতেন- يَا حَسَّانُ أَجِبْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. *হে হাসসান! আমার পক্ষ থেকে জবাব দাও। হে আল্লাহ, রূহুল কুদুস (জিবরা'ঈল) কে দিয়ে হাসসানকে সাহায্য করো।'* [২৭]

আবূ সুফইয়ান রাসূল (সা)-এর নিন্দায় কবিতা রচনা করলে হাসসান ইব্ন ছাবিত রা. প্রত্যুত্তরে বলে ওঠেন-

هجوت محمدا فأجبت عنه ✵ وعند الله في ذاك الجزاء

هجوت مباركا برا حنيفا ✵ أمين الله شيمته الوفاء

*'তুমি মুহাম্মদের নিন্দা করেছ; আমি তাঁর পক্ষ থেকে জবাব দিয়েছি। আর এর প্রতিদান রয়েছে আল্লাহর কাছে। তুমি নিন্দা করেছ একজন পবিত্র পুণ্যবান ও সত্যবাদী ব্যক্তির, যিনি আল্লাহর প্রতি পরম বিশ্বাসী এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষা করাই যার বৈশিষ্ট্য।'*[২৮]

সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. কাদিসিয়ার যুদ্ধে কবি-সাহিত্যিকদেরকে সৈন্যদের মনোবল বৃদ্ধির জন্য আহ্বান জানান। পবিত্র কুরআনে গল্পশিল্পের ব্যাপক উপস্থিতি বিদ্যমান। এসকল উপাদান অবলম্বন করে একটি বিকল্প ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি হওয়া দরকার যা, পাশ্চাত্যের যৌন সুড়সুড়ি সৃষ্টিকারী, সমাজ বিধ্বংসী ও অশ্লীল সাহিত্যের স্থান দখল করতে সক্ষম হয়। ভবিষ্যত মুসলিম প্রজন্মকে অশ্লীলতার জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেয়া হতে রক্ষা করতে তাদের মাঝে এ সাহিত্য ছড়িয়ে দেয়া অধিক কার্যকর।

আবুল হাসান আলী নদভির মতে, দ্বীন প্রচারকের প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে সাহিত্যচর্চা করা। ফলশ্রুতিতে তার মধ্যে এমন উৎসাহ-উদ্দীপনা ও জ্ঞানের আলোকিত স্ফূরণ সৃষ্টি হবে যাতে করে সে অভিনব আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে যুগোপযোগী প্রাণবন্ত উপস্থাপনা ও উঁচুমানের সাহিত্যিক মানদণ্ডে উন্নীত লেখনীর মাধ্যমে প্রগতিশীল, আধুনিক ও শিক্ষিত নতুন প্রজন্মের নিকট দ্বীনের দাওয়াত সহজেই পৌঁছাতে সক্ষম হবে।[২৯]

মুহাম্মদ কুতুব বলেন, ইসলামের শত্রুরা প্রজন্মের পর প্রজন্মকে ধ্বংস করতে এবং যৌনতার বিস্তৃতি ঘটাতে এ সাহিত্য-অস্ত্র ব্যবহার করে থাকে, কাজেই ইসলামের সুরক্ষা ও ভবিষ্যত প্রজন্ম গঠনে এ অস্ত্র ব্যবহার করা আমাদের জন্য অধিক প্রযোজ্য।[৩০] মুসলিম বীর সেনানী সালাহউদ্দীন আইয়ূবী (মৃত্যু: ১১৯৩) বলেন, আমি সৈন্য-সামন্ত ও তরবারী দ্বারা দিগ-দিগন্ত জয় করিনি, বরং তা জয় করেছি আমার মন্ত্রী কাযী ফাদিলের লিখনী দ্বারা।[৩১]

ইউরোপীয় সাহিত্য কল্যাণকর ও গঠনমূলক পথের পরিবর্তে ধ্বংসাত্মক পথ অবলম্বন করে মানবসমাজে অপসংস্কৃতি, অশ্লীলতা, ধর্মহীনতা ও বেহায়াপনা ছড়াচ্ছে। প্রাচ্যের মুসলিম অমুসলিম সাহিত্যিকগণ পাশ্চাত্য সাহিত্যিকদের অনুসরণ-অনুকরণ করে সাহিত্য রচনা করছেন। এ কারণে বিশাল একটি জনগোষ্ঠী বিপদগামী হচ্ছে। ফলে মুসলিম উম্মাকে এ সংকটময় চরম পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য আদর্শপূর্ণ আকীদা-বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সাহিত্য সৃষ্টি করা আবশ্যক।

**৭. রাবিতাহ আল-আদাব আল-ইসলামী গঠন**

রাবিতাহ আল-আদাব আল-ইসলামী একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী সাহিত্য সংস্থা, যা আধুনিক ইসলামী সাহিত্যের অন্যতম অনুপ্রেরণার উৎস। ইসলামি সাহিত্য প্রণয়ন, প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে দামিস্কের বিশ্ববিখ্যাত ও প্রাচীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'আল-মাজমাউল 'ইলমিল 'আরাবী আবুল

হাসান আলী আন-নদভিকে ভারতবর্ষ থেকে একমাত্র সদস্য নির্বাচন করেন।[৩২] তিনি 'আল-মাজমাউল ইসলামি আল ইলমী আল আরাবী'-এর সভায় ইসলামি সাহিত্যের চিন্তাধারা তুলে একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। মুসলিম বিশ্বের অনেকেই তাঁর চিন্তা-চেতনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সহমত পোষণ করেন। ১৯৮০ সালে কতিপয় পণ্ডিত রাবিতাতুল আদাব আল ইসলামী গঠনের বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছান। নদভী-এর নেতৃত্বে ১৯৮১ সালের ১৭-১৯ এপ্রিল নাদওয়াতুল উলামায় الندوة العالمية للأدب الإسلامي (আন্তর্জাতিক ইসলামী সাহিত্য সম্মেলন) শিরোনামে একটি ইসলামি সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আরব ও ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, সাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিনিধিগণ এ সম্মেলনে যোগদান করেন।[৩৩] এ সম্মেলনে বেশ কিছু প্রস্তাবনা গৃহীত হয়। যেমন-

১. সঠিক ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ইসলামী সাহিত্যের মর্ম তুলে ধরতে ও আরবী সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করতে গবেষকদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

২. আন্তর্জাতিক ইসলামী সাহিত্য সংস্থা গঠন এবং ভারতের লক্ষ্ণৌতে এটির সদর দপ্তর স্থাপন।

৩. শিক্ষাপাঠ্যক্রম পুণর্বিন্যাস করা যেন, উদীয়মান মুসলিম তরুণদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা যায়।

৪. ইসলামী চিন্তাবিদদের রচনাবলিকে বিন্যস্ত করা।

৫. ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়ন এবং শিশু ও যুবাদের জন্য সাহিত্য সৃজন।[৩৪]

১৯৮২ সালের মে মাসে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ইসলামী সাহিত্য সম্মেলনে পূর্বোক্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের জোরালো আহ্বান জানানো হয়। অতঃপর ১৯৮৫ সালোর এপ্রিলে মাসে ইমাম মুহাম্মদ বিন সউদ ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠিত হয় ইসলামী সাহিত্য সম্মেলন। এ সম্মেলনে রাবিতা গঠনের জন্য ফাউন্ডার কমিটি গঠিত হয়। কমিটি রাবিতা গঠনের প্রস্তাব নদভীকে জানালে তিনি তাতে সম্মতি দেন। আবুল হাসান আলী নদভি আধুনিক সাহিত্যে ইসলামের স্বকীয়তা সম্পর্কে গবেষণার প্রয়োজনবোধ করেন। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে 'রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামি'-এর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। যার উদ্দেশ্য, ভাষা ও সাহিত্যকে সংস্কার আন্দোলনের বাহন নির্ধারণ করে আনুষ্ঠানিক ও আন্তর্জাতিকভাবে ইসলামি সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারের কাজ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ত্বরান্বিত করা। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামির প্রথম সম্মেলন লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে নদভীকে আজীবন প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করা হয়। তাঁর জীবদ্দশায় সংস্থাটির সদর দপ্তর লক্ষ্ণৌতে অবস্থিত ছিল। এ সংস্থার দ্বিতীয় সম্মেলন ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ভূপাল, দিল্লী, লাহোর, পুনে, আযমগড় ও বাংলাদেশের চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে এ সংস্থার বার্ষিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এবং নিয়মিত পত্র-পত্রিকা বের হচ্ছে।[৩৫] ২০০০ সালে এ মহান মনীষীর ওফাতের পর রাবিতার সদর দপ্তর রিয়াদে স্থানান্তর করা হয় এবং চেয়ারম্যান হিসেবে ড. আব্দুল কুদ্দুস সালেহকে মনোয়ন প্রদান করা হয়।[৩৬] আবুল হাসান আলী নদভি ইসলামি চিন্তাচেতনার আলোকে সংস্কার করার প্রয়াস চালিয়ে সংস্কার সম্পর্কিত বিভিন্ন নীতি ও দিকনির্দেশনা সমৃদ্ধ রচনা, প্রবন্ধ ও বক্তব্য তুলে ধরেন এবং বিভিন্ন মানুষের সন্দেহ-সংশয় দূর করার জন্য ইসলামি সাহিত্যের ব্যাখ্যা দেন। তিনি সাহিত্যকে কেবল আমোদ-প্রমোদের উপায়-উপকরণের মাঝে সীমিত না রেখে বরং ইসলামি সাহিত্যকে কল্যাণকর কাজে ব্যবহার করে সর্বাত্মক উপকার লাভের আহ্বান জানান।[৩৭] ড. আব্দুল কুদ্দুস সালেহ চেয়ারম্যান হওয়ার পর আরব ও অনারব বিভিন্ন দেশে আল আদব আল ইসলামী'র উপর অসংখ্য সম্মেলন, প্রশিক্ষণ কোর্স ও সভা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

**৮. রাবিতার নীতিমালা**

রাবিতাতুল আদাব আল-ইসলামি আল-আলামিয়্যাহ তাঁর লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন, কর্মসম্পাদন ও সদস্য চয়নের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করবে-

১. ইসলামি সাহিত্য হলো, ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে মানুষ, জীবন ও জগতের শৈল্পিক বর্ণনা।

২. ইসলামি সাহিত্য মুসলিম উম্মাহর পথ প্রবর্তন ও আল্লাহর পক্ষ থেকে দায়িত্ব।

৩. ইসলামি সাহিত্য একটি আবশ্যক সাহিত্য। এক্ষেত্রে সাহিত্যিকের দায়িত্বের উৎস হলো তাঁর ইসলামি আকিদা-বিশ্বাস। আর তাঁর বার্তাগুলো মহান দীন ইসলামেরই বার্তা।

৪. সৎ মানুষ ও শুদ্ধ সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে সাহিত্য এক গুরুত্বপূর্ণ পথ, আল্লাহর পথে আহ্বানের ও ইসলামি ব্যক্তিত্বকে শক্তিশালী করণের এক অনন্য উপায়।

৫. মুসলিম জাতিকে সমকালীন বিপদ-আপদ-মুসিবত থেকে উদ্ধারে ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে ইসলামি সাহিত্য এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ইসলামি সাহিত্যিকগণ এক্ষেত্রে নেতৃত্বের ভূমিকায় থাকেন।

৬. ইসলামের সূর্যোদয় কাল থেকে ইসলামি সাহিত্য এক চিরাচরিত বাস্তব বিষয়। এর দানসমূহ উৎসারিত ওহির চেরাগদান ও নবুওয়াতের হিদায়াত থেকে। যা যুগ-যুগান্তর হয়ে আমাদের যুগে উপনীত হয়েছে, যাতে আল্লাহর পথের দাওয়াতে ভূমিকা রাখতে পারে।

৭. সকল মুসলিম জনগোষ্ঠীর সাহিত্যের সমন্বিত শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যই হলো ইসলামি সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য।

৮. মানুষ, জীবন ও জগতের প্রতি ইসলামের চিন্তাদর্শন সাহিত্য ও সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গির সামগ্রিক মূলনীতি উপস্থাপন করে। যেমনটি আমরা ইসলামি সাহিত্যে পেয়ে থাকি। আর এই দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্যাবলি যুগ পরিক্রমায় চলে আসা ইসলামি সাহিত্যে বিদ্যমান।

৯. উন্নয়ন, আধুনিকতা ও হালনাগাদ করণের নামে প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যধারার মাঝে সম্পর্ক ছিন্ন করার যেকোনো অপচেষ্টাকে ইসলামি সাহিত্য প্রত্যাখ্যান করে। বরং ইসলামি সাহিত্য মনে করে, আধুনিক সাহিত্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত এর শেকড় প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে।

১০. ইসলামি সাহিত্য তোষামোদী সদৃশ কিংবা ব্যক্তিগত বিদ্বেষপ্রসূত সাহিত্য সমালোচনাকে প্রত্যাখ্যান করে। ঠিক যেভাবে প্রত্যাখ্যান করে সমালোচনার ভাষাকে অস্পষ্টতা যা-কে বিকৃত করে। এবং যেখানে বহিরাগত পরিভাষা ও সংশয়পূর্ণ সংকেত ছড়িয়ে পড়ে। বরং ইসলামি সাহিত্য সুস্পষ্ট গঠনমূলক সমালোচনাকে আহ্বান করে, যা সাহিত্যের সঠিক পথ নির্দেশ করে এবং দৃঢ় করে এর মূলকে।

১১. ইসলামি সাহিত্য একটি পরিপূর্ণ সাহিত্য, যার পূর্ণতা বিষয় ও আকারগত সংহতি ছাড়া বাস্তবায়িত হয় না।

১২. ইসলামি সাহিত্য আধুনিক শিল্প-সাহিত্যের জন্য পথ অবারিত করে দেয় এবং আধুনিক শিল্প-সাহিত্যকে সকল মানুষের নিকট পেশ করতে উন্মুখ। আর আল্লাহর দীন বিরোধী সকল বিষয়াবলি থেকে বিমুখ। বরং ইসলামের সুউচ্চ মূল্যবোধ ও সরল দিকনির্দেশনায় নিয়ে তা অভাবমুক্ত।

১৩. ইসলামি সাহিত্যের প্রধান ভাষা হলো, বিশুদ্ধ আরবী ভাষা, যা আঞ্চলিক আরবী ভাষাসমূহের প্রতি আহ্বানের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং প্রত্যাখ্যান করে আঞ্চলিকভাষাসমূহে লিখিত সাহিত্যকে।

১৪. ইসলামি সাহিত্যিক উম্মাহর চিন্তা-চেতনার আমানতদার। বিশুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি ও পর্যাপ্ত ইসলামি জ্ঞান ছাড়া এটি রক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

১৫. ইসলামি সাহিত্যিকগণ ইসলাম ধর্ম ও এর মূল্যবোধের বাগডোরে বাঁধা। তাঁদের সাহিত্যকর্মে ইসলামের নিয়ম-নীতি মেনে চলতে বাধ্য।

১৬. আকিদার বন্ধনই হলো রাবিতাতুল আদাব আল-ইসলামি আল-আলামিয়্যাহর সদস্যদের মাঝের প্রকৃত বন্ধন। এর সঙ্গে যুক্ত হবে সাহিত্যিক সতীর্থতার বিশেষ বন্ধন। ইসলামি সাহিত্যিকগণ অভিন্ন মূলনীতি ও লক্ষ্য আঁকড়ে ধরার মাধ্যমে পরস্পরে সংহত হবেন।[৩৮]

**৯. রাবিতার লক্ষ্যসমূহ**

১. ইসলামি সাহিত্যকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং প্রাচীন ও আধুনিক ইসলামি সাহিত্যের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করা।

২. ইসলামি সাহিত্য-সমালোচনা-নীতি সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

৩. ইসলামি সাহিত্যের সামগ্রিক চিন্তাধারা প্রস্তুত করা।

৪. আধুনিক সাহিত্যশিল্পের ইসলামি রূপরেখা তৈরি করা।

৫. মুসলিম জাতির সাহিত্যে ইসলামি সাহিত্যের ইতিহাস লিখন ফিরে নিয়ে আসা।

৬. ইসলামি সাহিত্যের অনুপম কাজগুলোকে একত্রিত করা এবং সেগুলোকে মুসলিম জাতির বিভিন্ন ভাষাসহ বিশ্বের অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করা।

৭. শিশু সাহিত্যে মনোনিবেশ করা। মুসলিম শিশুতোষের মূলনীতি নির্ধারণ করা।

৮. বিশ্বসাহিত্যের বিভিন্ন মতবাদসমূহ ও আধুনিক সাহিত্য সমালোচনার পদ্ধতির সমালোচনা করা এবং বিশ্বসাহিত্যের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক তুলে ধরা।

৯. ইসলামি সাহিত্যের বিশ্বায়নকে জোরদার করা

১০. মুসলিম সাহিত্যিকগণের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক দৃঢ়করণ ও পারস্পরিক সহায়তাপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করা। মধ্যমপন্থার আলোকে সত্যের ক্ষেত্রে তাদের লেখাগুলোকে একত্রিত করা এবং বাড়াবাড়ি ও চরমপন্থা থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা।

১১. মুমিন নতুন প্রজন্ম গড়ে তোলা এবং দৃঢ় দ্বীন ও মহান ঐতিহ্যে মণ্ডিত ইসলামি ব্যক্তিত্ব গঠন করা।

১২. রাবিতার সদস্যদের নিকট প্রচার মাধ্যমকে সহজলভ্য করা।

১৩. রাবিতা ও এর সদস্যদের সাহিত্য অধিকার সংরক্ষণ করা।[৩৯]

**১০. ইসলামী সাহিত্যের সংরক্ষণ ও বিকাশে রাবিতার পদক্ষেপসমূহ**

রাবিতাহ আল-আদাব আল-ইসলামী আরব অনারব কবি সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্ম সংকলন করে পুস্তক আকারে প্রকাশ করছে। এ সংস্থা একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করছে যার নাম 'মাজাল্লাতুল আদাব আল ইসলামী। ড. আব্দুল বাসিত বদরের নেতৃত্বে আধুনিক ইসলামী সাহিত্য বিষয়ক রচনা সংকলন করা হয়। যার মাঝে তিনশ দিওয়ান এবং ছোটগল্প ও উপন্যাসের পঁয়ষট্টিটি গ্রন্থ রয়েছে। অনুরূপ নাট্যগ্রন্থও রয়েছে। প্রফেসর আহমদ জাদা' রাবিতার সাথে সমন্বয় করে 'মু'জামুল উদাবা আল ইসলামিয়্যিন' তিন খণ্ড বিশিষ্ট সংকলন প্রকাশ করেন। এ গ্রন্থে ৩৭০ জন ইসলামী লেখকের রচনা স্থান পেয়েছে। আরবী ভাষার পাশাপাশি তুর্কী, উর্দু, আফগান, হাওসী ও সাওয়াহিল তথা উপকূলীয় ভাষায় রচিত ইসলামি সাহিত্য সংগ্রহ করা হয়। উর্দুভাষী ইকবাল একজন শ্রেষ্ঠ ইসলামিক দার্শনিক। তুর্কী ভাষায় তুরস্কের জাতীয় সংগীত রচয়িতা মুহাম্মদ আকিফ, কবি নাজীব ফাদিল, আফগান কবি আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল ওয়াদূদ, হাওসী কবি সা'দ যানজার ও সাওয়াহিলী কবি আব্দুল্লাহ বিন আলী নাসির অন্যতম। তাঁদের সাহিত্যকর্ম রাবিতার উদ্যোগে সংকলন করা হয়েছে। রাবিতার উদ্যোগে ইসলামী সাহিত্য বিষয়ে বেশকিছু গবেষণা সম্পাদিত হয়েছে। ভারতের কার্যালয়ের উদ্যোগে ২৩টি সম্মেলন অুষ্ঠিত হয়। আরবদেশসমূহে ১১টি সম্মেলন

অনুষ্ঠিত হয়। মরক্কোতে চারটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংস্থাটির তত্ত্বাবধানে ৬টি জার্নাল প্রকাশিত হয়। যেমন- মাজাল্লাতুল আদাব আল ইসলামী, মাজাল্লাতুল মিশকাত, মাজাল্লাতু কাফিলাতিল আদাব -ভারত, মাজাল্লাতু কাফিলাতিল আদাব-পাকিস্তান, মাজাল্লাতুল হক্ক, মাজাল্লাতুল আদাব আল ইসলামী তুর্কী। প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকায় রয়েছে-

من الشعر الإسلامي الحديث - لشعراء الرابطة. نظرات في الأدب - الشيخ أبي الحسن الندوي. ديوان رياحين الجنة - عمر بهاء الدين الأميري. دليل مكتبة الأدب الإسلامي في العصر الحديث – دكتور عبد الباسط بدر.النص الأدبي للأطفال - دكتور سعد أبو الرضا. ديوان البوسنة والهرسك - شعراء الرابطة. رواية لن أموت سدى - للكاتبة جهاد الرجبي. ديوان يا إلهي - محمد التهامي.يوم الكرة الأرضية (مجموعة قصصية) - د.عودة الله القيسي. ديوان مدائن الفجر - د.صابر عبد الدايم. رواية العائدة - سلام إدريسو. مسرحية محكمة الأبرياء - د.غازي طليمات. الواقعية الإسلامية في روايات نجيب الكيلاني - د.حلمي القاعود. ديوان حديث عصري إلى أبي أيوب الأنصاري - د.جابر قميحة. ديوان في ظلال الرضا - أحمد محمود مبارك. في النقد التطبيقي - د.عماد الدين خليل. أبو الحسن الندوي " بحوث ودراسات." القضية الفلسطينية في الشعر الإسلامي المعاصر -حليمة بنت حمد السويد. دكتور محمد مصطفى هدارة – دراسات وبحوث – مجموعة من الكتاب.معسكر الأرامل " رواية مترجمة عن الأفغانية " تأليف مرال معروف، ترجمة د.ماجدة مخلوف. قصة يوسف في القرآن الكريم " دراسة أدبية – " محمد رشدي عبيد. قصص من الأدب الإسلامي " القصص الفائزة في المسابقة الأدبية الأولى للرابطة." ومن سلسلة أدب الأطفال: غرد يا شبل الإسلام - شعر - محمود مفلح. قصص من تأسيس الإسلامي - الشيخ أبي الحسن الندوي. تغريد البلابل - شعر يحيى حاج يحيى. مذكرات فيل مغرور" قصص شعرية " - د.حسين علي محمد. أشجار الشارع أخواتي - شعر أحمد فضل شبلول. أشهر الرحلات إلى جزيرة العرب - فوزي خضر. باقة ياسمين " مجموعة قصصية للأطفال من الأدب التركي " تأليف علي نار – ترجمة شمس الدين درمش৪০ .

বিভিন্ন মুসলিম দেশে রাবিতার আঞ্চলিক কার্যালয় রয়েছে। আরবদেশসমূহের মাঝে সৌদি আরব, জর্দান, কুয়েত, সুদান, মিসর, ইয়েমেন ও মরক্কোতে এ সংস্থার আঞ্চলিক দপ্তর রয়েছে। এছাড়া তুরস্ক, পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশে দপ্তর রয়েছে। চট্রগামের দারুল মা'আরিফ মাদ্রাসা এটির দপ্তর হিসেবে কার্যসম্পাদন করছে। যার প্রধান হিসেবে আল্লামা সুলতান যওক দায়িত্ব পালন করেন। রাবিতার উদ্যোগে মুসলিম দেশসমূহে ইসলামী সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।[৪১]

**১১. উপসংহার**

ইসলামী সাহিত্য মুসলিম তরুণদের জন্য আশীর্বাদ। তাদের মনের খোরাক ও চাহিদা মেটাতে মার্জিত সাহিত্য হিসেবে ইসলামী সাহিত্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। দেশে দেশে ইসলামিক স্কলারগণ এ সাহিত্যের বিকাশে ভূমিকা রেখে চলেছেন। ভিনদেশী ইসলামী সাহিত্য অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত হলে এদেশের কোটি কোটি ইসলামপ্রিয় মানুষ উপকৃত হবে। মানুষ, সমাজ, প্রকৃতি, সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় নিয়ে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয় তার প্রতি সর্বযুগে তরুণদের দুর্বলতা ছিল। পাশ্চাত্য সাহিত্যধারার গতি-প্রকৃতি সে সাহিত্যকে যুগ যুগ ধরে নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। পাশ্চাত্য কালচার ইসলামী সমাজের সাথে সাংঘর্ষিক। অতএব মুসলিম সমাজের জন্য আলাদা এক প্রকার সাহিত্য থাকা বাঞ্চনীয়। যাতে ইসলামী তাহযীব ও তামাদ্দুন সুরক্ষা পায়। সেক্ষত্রে সাহিত্যকলার গুণাগুণ রক্ষা করে ইসলামি মূল্যবোধসম্পন্ন নান্দনিক, হৃদয়গ্রাহী ও মনোহরী সাহিত্য রচনার প্রতি গুরুত্ব প্রদানের বিকল্প নেই।

## টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ *আল ইকদুল ফারীদ*, অনুবাদঃ ইসাজে বুলাটা, ভূমিকা (গার্নেট, ২০০৭-২০১১)।
২ ইবনে মানযূর, *লিসানুল আরব*, খ. ১(বৈরূতঃ দারু সাদির, তা.বি.), পৃ. ১৭।
৩ নাসির আল খুনাইন, আল ইলতিযামুল ইসলামী ফিস শি'র (রিয়াদঃ মাকতাবাতুর রাশীদ, ২য় সংস্করণ, ২০১২), পৃ.১৭।
৪ ইবনু ফারিস, *মাকায়িসুল লুগাহ*, খণ্ড ৩, তাহকীকঃ আব্দুস সালাম হারুন, (দারুল ফিকর, ১৯৬৯), পৃ. ৯০।
৫ সাইয়েদ কুতুব, *আন নাকদুল আদাবী উসূলুহু ওয়া মানাহিজুহু* (কায়রোঃ দারুশ শুরূক, ৮ম সংস্করণ, ২০০৩), পৃ.১১।
৬ https://qa-noon.com
৭ মুহাম্মদ আব্দুল মুনইম খাফাজী, সালাহ উদ্দীন মুহাম্মদ আব্দুত তাওয়াব, *আল হায়াতুল আদাবিয়্যাহ ফী 'আসরাই আল জাহিলিয়্যাতি ওয়া সাদরিল ইসলাম* (কায়রো : দারুল ফিকরিল আরাবী, ১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ৬।
৮ A S Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English,* Oxford University Press, Sixth edition, p.751.
৯ Merriam-Webster, *Merriam-Webster's Collegiate Dictionary* -Online Dictionary (Merriam-Webster, 11 ed, 07/01/2003); https://www.merriam-webster.com/dictionary/literature.
১০ Munir Baalbaki, *Al- Mawrid- A modern English Arabic Dictionary* (Lebanon: Dar El- Ilm Lil Malayen, Beirut,1990 ) Edition 14, Page 534.
১১ ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা, *নাহবা মাযহাবিন ইসলামিয়্যিন লিল আদাব ওয়ান নাকদ* (সাইপ্রাসঃ দারুল আদাব আল ইসলামী, তা.বি.), পৃ. ১৩২।
১২ সাইয়েদ কুতুব, *ফিত তারীখ... ফিকরাতুন ও মিনহাজুন* (বৈরূতঃ দারুস শুরূক, তা. বি.), পৃ. ২৭।
১৩ নাজিব কিলানী, *মাদখালুন ইলাল আদাবিল ইসলামি* (কাতার : কিতাবুল উম্মাহ, ১৪০৭ হি.), পৃ. ২৬।
১৪ ড. মুহাম্মদ সালেহ আল শান্তী, *ফিল আদাবিল ইসলামী* (জিদ্দাহ, দারুল আন্দুলুস, ২০০৬), পৃ. ৮২।
১৫ *আল বাকারাঃ* ১৬৪।
১৬ *ফিল আদাবিল ইসলামী*, পৃ. ৮৩।
১৭ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫।
১৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩০-৪৬৫।
১৯ হান্না আল ফাখূরী, *তারীখুল আদাব আল আরাবী*(বৈরূতঃ দারুল জীল, ১৯৮৬), পৃ. ৪৬।
২০ ড. মুহাম্মদ হুসাইন যায়নী, *দিরাসাত ফী আদাবিদ দাওয়া আল ইসলামিয়্যাহ* (সৌদী আরবঃ নাদী মক্কা আস সাকাফী, ১ম সংস্করণ, ১০৩ হি.), পৃ. ৪৭-৪৮।
২১ www.alukah.net/Literature/0/47058.
২২ আব্বাস আল মুনাসিরাহ, *মাদখাল আম লি মাসিরাতি মুস্তালাহিল আদাবিল ইসলামী*, মাজাল্লাতুল আদাব আল ইসলামী, ৫২তম সংখ্যা, ২০০৬খ্রি., পৃ. ২৭-২৮।
২৩ ড. আদনান আলী রিযা আন নাহবী, *আন নাকদুল আদাবী আল মু'আসির* (রিয়াদঃ দারুন নাহবী, ১৯৯৫), পৃ. ১৩৫-১৪০।
২৪ আব্দুল্লাহ আল উরাইনী, *মানহাজুল আদাব আল ইসলামী* (রিয়াদঃ মাকতাবাতুল মালিক ফাহাদ, ২০১০), পৃ. ৯৪-৯৮।
২৫ মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী আন-নদভি, *কারওয়াঁয়ে যিন্দিগী*, *৭ম খণ্ড* (করাচী : মজলিশ-এ নাশরিয়াত-এ ইসলাম, তা, বি.), পৃ. ৪৮।
২৬ *ফিল আদাবিল ইসলামী*, পৃ.১৩৩-৩৪।
২৭ বুখারী, *কিতাবুল আদব* (ইসলামিক ফাউন্ডেশন), হাদীস নং ৫৭২১।
২৮ হাসসান ইবনে ছাবিত, *আদ-দীওয়ান* (বৈরূতঃ দারু সাদির, ১৯৭৮), পৃ. ২৪২।
২৯ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮-৫১।
৩০ ড. আব্দুল কুদ্দুস আবূ সালেহ, *কাদিয়াতুল আদাব আল ইসলামী* ।https://www.alukah.net/literature_language.
৩১ আহমদ মুহাম্মদ আলী, *আল আদাবুল ইসলামী জরুরাতুন* (কায়রোঃ দারুস সাহওয়া লিন নাশর ওয়াত তাওযী', ১৯৯১), পৃ. ৯৩।
৩২ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৬।
৩৩ আযীয বরনী, পত্রিকা : 'আলমী সাহরা, বিশেষ সংখ্যা ৫২, নয়াদিল্লী, ৩০ এপ্রিল, ২০০৭ খ্রি., পৃ. ৪৫।
৩৪ www.alukah.net//Literature_Language.
৩৫ মাওলানা মোহাম্মদ সালমান, *আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদভি রহঃ জীবন ও কর্ম*(ঢাকাঃ মোহাম্মদী প্রিন্টিং প্রেস, ২০০২), পৃ. ১৬৬।

[৩৬] *তারীফুন বি রাবিতাতিল আদাব আল ইসলামী*, মানশুরাতুর রাবিতা, ৩য় সংস্করণ, ২০০১, পৃ. ১।

[৩৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯১-১৯৩।

[৩৮] https://www.adabislami.org/system ; https://ar.wikipedia.org/wiki رابطة الأدب الإسلامي

[৩৯] https://themwl.org/ar/MWL-Profile; https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures.

[৪০] মানশুরাতু জামিআতিল ইমাম মুহাম্মদ বিন সাউদ আল ইসলামিয়্যাহ সৌদী আরব, বিষয়ঃ তুর্কী ইসলামী সাহিত্য, পৃ. ২২০-২২; আফগান ইসলামী সাহিত্য, পৃ. ১২; হাওসা ইসলামী সাহিত্য, পৃ. ৯-১০; সাওয়াহিলী ইসলামী সাহিত্য, পৃ. ২৯৫; উর্দু ইসলামী সাহিত্য, পৃ. ৯।

[৪১] https://ar.wikipedia.org/wiki.